কলাম

নির্জনে বসবাস!

জসিম মলিক

১.

আগের দিনে মানুষ নির্জনতার সন্ধানে গুহায় চলে যেতো। গৌতম বুদ্ধ গৃহত্যাগী হয়েছিলেন। মানুষের বার্ধক্য ও জ্বরা, মৃত্যু দর্শনে তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহনের উদ্দেশ্য কী? আমাদের জন্ম কি বার্ধক্য পাবার জন্যে, অসুস্থতা ভোগ করে মৃত্যুতে গত হবার জন্যে? পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্য কী? এসব প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্যে তিনি গৃহে যুবতী স্ত্রী এবং পুত্রসন্তান রেখে পথে বেড়িয়ে পড়লেন। মুকুট ফেলে দিয়ে গেরুয়া বসন ধারন করলেন। নানাভাবে কঠোর তপস্যা করলেন। কিন্তু কঠোর তপস্যায় শান্তি হলো না। পরবর্তীতে সেই নির্জনতাকে প্রমাণ করার জন্য তিনি লোকালয়ে ফিরে এলেন। সবাই তাঁর দিকে তাকিয়ে অবাক। যে পাঁচ জন সন্নাসীর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব ছিল তাঁরা গৌতম বুদ্ধের ফিরে আসা সম্পর্কে আলোচনা করছিল। আনার কলম, উদ্দালোক এবং আরো কয়েকজন। এদের একজন বললো, 'ও যখন বেরিয়ে আসবে তখন আমি ওর দিকে তাকাবো না, আকাশের দিকে তাকাবো।' আরেকজন বললো, 'ও যখন বেরিয়ে আসবে তখন আমি বসে থাকবো।' অন্যজন জানালো সে বুদ্ধের আগমনে পিছন ফিরে থাকবে। কিন্তু গৌতম বুদ্ধ যখন বেরিয়ে এলেন তখন সবাই উঠে দাঁড়ালো। তখন একজন বললো, 'ভিক্ষু, তোমার দৃষ্টি, তোমার শরীর এতো মধুর।' বুদ্ধ তাকে কিছু বললেন না। আসল কথা হচ্ছে একাকীত্বকে তিনি উপার্জন করেছেন এবং সমস্ত মানুষ তাঁর একাকীত্বকে লক্ষ্য করেছে।

রীস জেভিস আমাদের পয়গম্বর রাসুলে খোদা হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর সঙ্গে গৌতম বুদ্ধের জীবনের একটি তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'গৌতম বুদ্ধের জীবনের প্রথম দিকে সাধনার পর্যায় থেকে সিদ্ধিলাভ পর্যন্ত রাসুলের (সাঃ) জীবনের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিলে যায়। তিনি দীর্ঘ সময় মানুষের মধ্যে, বহু ঘটনার কোলাহলের মধ্যে থেকেও তা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন। যে হেরা গুহায় তিনি সাধনা করতেন অনেকেই সেটি দেখেছেন। সেখানে সেই সময়ে মক্কা শহর থেকে, জনপদ থেকে দূরে, অনেক বিপদ সঙ্কুল পথ পার হয়ে, সেই গুহার উপরে উঠতে হতো। সেই গুহাটা এখনো আছে, তার মধ্যে রাসুল(সাঃ) নির্জনতার সাধনা করতেন। তিনি কি করতেন তা কেউ জানে না। কিন্তু দীর্ঘ সময় সাধনার পর তিনি নিজেকেই নিজে আবিষ্কার করলেন। যখন আল-াহর তরফ থেকে ফেরেশতা তাঁকে বললেন, 'তুমি পাঠ করো । আলাহর নামে তুমি পাঠ করো।

এই অস্তিত্বকে আবিষ্কার করেই তিনি বিভিন্ন মানুষের মাঝে সেই অস্তিত্বের ভাগ, অস্তিত্বের সঞ্চয়, অস্তিত্বের আনন্দ ও হিলোল ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন।

২.

অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান একবার তাঁর একটি লেখায় লিখেছেন, 'খুব বিখ্যাত ফরাসী আধুনিক কবি পীয়েরে ইমানুয়েলের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি প্যারিসে তাঁর বাসায় একবার আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি নিজেকে কখন আপন করে পাও?' অন্য প্রসঙ্গ থেকে হঠাৎ এই প্রশ্ন করাতে আমি একটু অসুবিধা বোধ করলাম। তাপর তিনি নিজেই বললেন, 'দেখ আমি সবসময় এই প্যারিসে থাকি, প্যারিসের পথ দিয়ে হাঁটি, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাই। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করবে না যে আমি পথ দিয়ে যাওয়ার সময় পথের মানুষের শব্দ শুনি না। অনুষ্ঠানে গিয়ে অনুষ্ঠানের দৃশ্যও দেখি না এবং কর্মব্যস্ততার মধ্যে কর্মের যে আন্দোলন সেগুলোও অনুভব করি না। আমি সবসময় নিজেকেই অনুভব করি।' আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম এটা কিভাবে সম্ভব? জবাবে তিনি বললেন, 'মানুষ যদি চিত্তের মধ্যে একাগ্রতা নির্মাণ করতে পারে তাহলেই সেটা সম্ভবপর।'

আর একজন বিখ্যাত ফরাসী লেখক রোজেক আইওয়া। এক নিমন্ত্রণে তাঁর বাসায় গিয়ে দেখা গেলো তাঁর ঘরগুলো সব পাথরে ভর্তি। টুকরো টুকরো পাথর। নানা রঙের পাথর। বিচিত্র রকমের পাথর। ছড়ানো ছিটানো রয়েছে চারিদিকে। শুধু পাথর আর পাথর। সে এক অসম্ভব ব্যাপার। অর্থাৎ পৃথিবীর সবচেয়ে দামী যে পাথর তারও নিদর্শন সেখানে আছে; সাগর তীরের নুড়ি তারও নিদর্শন সেখানে আছে। এর উপর তার কবিতার বইও আছে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো এতে তিনি কি আনন্দ পান। তিনি জানালেন, 'সবচেয়ে নির্জন হলো পাথর আর মানুষ সবচেয়ে কোলাহলমুখর। পাথর যেহেতু নির্জন সেহেতু পাথর কী বলতে চায় আমরা জানি না। পাথর আমাদের দিকে তাকায়, পাথর স্তব্দ হয়ে থাকে। সে স্তব্দতার মাঝেও যেন সব কথা পুঞ্জিভুত হয়ে আছে। অসম্ভব নীল একটি পাথর দেখলে কি মনে হয় না যে এর মধ্যে পৃথিবীর আনন্দ, উচ্ছলতা একেবারে জমাট বেঁধে আছে? অথবা একটি লাল পাথরের মাঝেও কি আবেগ ও উত্তেজনার সংক্রমন লক্ষ্য করা যায় না? এই কারণে আমি পাথর সংগ্রহ করেছি পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে।'

৩.

যেমন এখন আমি আমার মনের কাছে একা। শরীরের কাছেও একা। আমার চারিদিকে এখন ভীষন নির্জনতা। আবুল হাসানের কবিতার মতো বলতে চাই 'আমি এখন কিছুতে নেই, কিচ্ছুতে নেই'। দীর্ঘ আড়াই মাস বাংলাদেশের মধুর কোলাহলের মধ্যে থেকে এসে হঠাৎ এক ধরনের নির্জনতায়

আক্রান্ত আমি। এ রকম নির্জনতায় আগেও বহুবার আমি আক্রন্ত হয়েছি। এখানকান প্রচন্ড বরফের দিকে যখন তাকিয়ে থাকি তখন মনে হয় কেউ আমাকে একটা সাদা কফিনের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছে। চারিদিকে কেবলই শুভ্রতার ছড়াছড়ি। কেমন নিসঃঙ্গ করে দেয় আমাকে। একাকী হয়ে যাই, শূণ্য হয়ে যাই। নির্জনতায়ই আমি অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি। আমার কাছে খারাপ লাগছে না তো!। মানুষের মাঝে থেকেও কোলাহল থেকে একটু আড়াল।

আসলে প্রত্যেকটি মানুষই অনন্য। দুজন মানুষ কখনো একরকম নয়। যেমন আকুতিতে এক নয়, বর্ণ-বিভায়ও এক নয়। উচ্চারনে এক নয়, তাদের আঙুলে ছাপ এক নয়। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে শুধু তারা এক। অন্তরের চিন্তার দিক থেকেও তারা স্বতন্ত্র। সুতরাং প্রত্যেকটি মানুষ যে এক একটি একক, সেই একক সত্বাকে আবিষ্কার করতে হবে। সমাজ-সংসারের কর্মব্যস্ততায় আমরা আমাদের সেই এককত্বকে হারিয়ে ফেলেছি। আজ আমদের বড় প্রয়োজন এককত্বকে আবিষ্কার করা।

মানুষ সব সময় মনে করে সে নিজে যা ভাবছে অন্যরা তা ভাবছে না। হয়তো কোথাও কোনো একটা বিপদ ঘটতে যাচ্ছে, একজন মানুষ ভাবে বিপদটা তার নয়। অন্য কারো হতে যাচ্ছে। এটা মানুষের সাধারণ প্রবণতা। একজন মানুষের মধ্যে যে নিজস্বতা আছে সেটা সে উপলব্ধি করে না। আত্মার গভীরে ডুব দিয়ে উপলব্ধি করতে হয় যে, সত্যি আমি একা, আমি আলাদা, আমি ভিন্ন; তবে আমি সকলের সঙ্গেই মিশে আছি, সকলের মধ্যেই থাকবো। কিন্তু তা সত্বেও আমার একটা নিজস্বতা আছে। এটা একটা বড় বোধের ব্যাপার।

আজকে চারিদিকে সন্ত্রাস ও মিথ্যাচারের রাজত্ব, চারদিকে এই মানুষের অবমাননার আপ্রাণ চেষ্টা, এই মিথ্যাচার ও আত্মার অবমাননা থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য প্রত্যেকের প্রয়োজন তার জীবনের উদ্দেশ্য খঁজে দেখা। সকলের উচিত ভেবে দেখা-কোনো আমি জন্মেছি, আমার অস্তিত্বো দাবি কী? এই আত্মজিজ্ঞসা ও আত্ম-অনুসন্ধানের মাধ্যমেই আমরা পরম সত্যকে জানবো। আনন্দকে পাবো, বিশ্বাস অনুভব করবো এবং সবশেষে যথার্থ সেই মহার্ঘ্য বস্তুকে পবো।

টরন্টো, কনাডা

jasim.mallik@gmail.com